দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 07 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

23

## ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

# উপাচার্যের অফিস ও বাসভবন তালাবদ্ধ ক্যাম্পাসে ধর্মঘট, প্রশাসন নির্বিকার

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ৬ই জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)। ফিকাহ ও মুসলিম দর্শন খোলার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে মাদ্রাসা বানানোর চক্রান্তের প্রতিবাদে উপাচার্য অফিস ভাঙচুর, তালাবদ্ধ, টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার মত বহুবিধ ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক অবস্থাকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা পড়েছে সেশনজটের গ্যাড়া কলে। ২৫শে জুন একাডেমিক কাউন্সিলের সভার পর ২৬শে জুন ছাত্রলীগ (শা--পা) কর্তৃক উপাচার্য অফিস ভাঙচুর ও তালাবদ্ধ করার পর ২৯শে জুন থেকে আকস্মিকভাবে ভিসি'র পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চলছে। ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বিপ্লবী ছাত্র ঐক্য ফিকাহ ও মুসলিম দর্শন বাতিল, চিকিৎসা অনুষদ, পরিসংখ্যান, গণিত বিষয় খোলার দাবিতে বিক্ষোভমিছিল ও সমাবেশ অব্যাহত রেখেছে। ছাত্রদল সন্ত্রাসী শিবির কর্মীদের বহিষ্কারের দাবি করেছে, দাবি বাস্তবায়ন না হলে ভিসির পদত্যাগের আন্দোলনে যাবে, তবে ছাত্রলীগ আহূত ভিসির অপসারণের আন্দোলনে ছাত্রদল সমর্থন বা বিরোধিতা করছে না। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য তাদের দাবি বাস্তবায়ন না হলে এক দফার আন্দোলন- উপাচার্যের পদত্যাগের দিকে যেতে পারে। ছাত্রলীগ ভিসি অপসারণে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের নেতাদের সাথে বৈঠক করেছে, তবে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য উপাচার্যের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন না করে এবং হুমজিক্যালি, অনিয়মতান্ত্রিক কোন আন্দোলনে যেতে রাজি নয় বলে জানিয়েছে। ঐ বৈঠকে ছাত্রলীগ নেতারা আন্দোলনের অনিয়মতান্ত্রিকের কথা স্বীকার করছে, তবে প্রেস্টিজ (মর্যাদা) রক্ষার খাতিরে এক দফার আন্দোলন হতে সারেও আসতে পারছে না বলে জানান। ছাত্রলীগের স্থানীয়একটি গ্রুপ- যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি এবং ভর্তির জন্য প্রতিদিনই ক্যাম্পাসে মহড়া দেয় তাদের দ্বারা ভিসি অফিস ভাঙচুর ও তালাবদ্ধ করা হয় বলে ছাত্রলীগের এক নেতা (সেলিম আহমেদ বাদল) জানান। সব মিলে গত চারদিন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ আছে। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব নির্ধারিত কাজে ঢাকা অবস্থান করছেন। প্রক্টোরিয়াল বডি গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য ও ছাত্রদলের সাথে বৈঠক করতে পারলেও ছাত্রলীগের সাথে বৈঠক করতে পারেনি। বিশ্ব-বিদ্যালয়গামী গাড়িগুলো কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ হতে বন্ধ করে দেয়ায় কোন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাসে আসতে পারেনা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসন নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায় আছে বলে মনে হয়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের নিকট খবর নিচ্ছে ভাই আর কতদিন এমন চলবে বলেন, একটু বাড়িতে ঘুরে আসি। কুষ্টিয়ার আশপাশের জেলার ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যেই বাড়ির উদ্দেশে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেছে।

ক্যাম্পাস কবে খুলবে, এখন সেটা কেউ জানেনা। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশের জোর দাবি জানিয়েছে। লাগাতার ধর্মঘটের কারণে দু'টি বিভাগের মাষ্টার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা, তিনটি বিভাগের বর্ষ চূড়ান্ত পরীক্ষার তারিখ ইতোমধ্যেই ধর্মঘটের আওতায় চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র আন্দোলনের মুখে ফিকাহ ও মুসলিম দর্শন স্থগিত করেছে। ভিসির পদত্যাগের ছাত্রলীগের দাবি সম্পর্কে উপাচার্য প্রফেসর ইনাম-উল হকের সাথে আলাপ করলে তিনি জানান, ভিসির পদত্যাগের জন্য ছাত্রলীগের আন্দোলন বা ভাঙচুরের প্রয়োজন নেই, তাদের সরকার ক্ষমতায়। তাদের সরকারকে দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিলেই পারে। শিক্ষক সমিতির সাথে আলাপ করার চেষ্টা করে তাদের পাওয়া যায়নি। প্রক্টরের সাথে আলাপ করলে তিনি জানান উপাচার্য ঢাকা গিয়েছেন সরকারের উচ্চ মহলের সাথে আলাপ করে এসেই তিনি অচলাবস্থা নিরসনে উদ্যোগ নেবেন বলে জানান।